যায়যায়দিন

তারিখ 16 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

২৩ হাজার বিদ্যালয় সরকারি হচ্ছে জুনে

যায়যায়দিন রিপোর্ট

দ্বিতীয় ধাপে জুনের মধ্যে আরো ২২ হাজার ৯৮১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হচ্ছে। এ বিদ্যালয়গুলোতে ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এসব বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৩ হাজার ১৯২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৩৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। ফলে এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। যা দেশের ইতিহাসে জাতীয়করণের সংখ্যার দিক দিয়ে বড় সংখ্যা।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে আরো ১ হাজার ৫০৭টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর ১৭ জানুয়ারি প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের 'জেলা যাচাই-বাছাই

জুনে : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

যায়যায়দিন ১৬ মে ২০১৩

জুনে : বিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কমিটি' গঠন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এই কমিটি, জাতীয়করণের আওতায় আসা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া, এমপিও ও সনদ পরীক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় যাচাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছে।

মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেন, ১৪ মে পর্যন্ত ৩৯ জেলার এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য-উপাত্ত মন্ত্রণালয়ে এসেছে। ৬৪ জেলার তথ্য আসার পর তা পর্যালোচনা করে বিদ্যালয়গুলো অধিগ্রহণ ও শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করে আলাদা আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

মন্ত্রী আরো জানান, জুনের মধ্যে ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের পর দ্বিতীয় ধাপে স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও কর্তৃক নির্মিত-পরিচালিত ২ হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হবে।

আর তৃতীয় ধাপে পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত ও পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষাধীন ৯৬০টি বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় সরকারি হওয়া শিক্ষকরা যথাক্রমে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি, ১ জুলাই এবং আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সরকারি বেতন-ভাতা পাবেন। তিন দফায় বেসরকারি শিক্ষকদের জাতীয়করণে সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ৬৫১ কোটি টাকা।

মন্ত্রী জানান, এসব বিদ্যালয় চূড়ান্তভাবে জাতীয়করণের আগে জেলা 'যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত বিদ্যালয়ের দলিলপত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে যাচাইয়ের জন্য ৭টি পরিদর্শন দল গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।

আফছারুল আমীন জানান, পরিদর্শন দলকে ২২ মের মধ্যে জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক অভিভুক্ত বিদ্যালয়ের ন্যূনতম এক শতাংশ সরেজমিন পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলা বা থানায় অন্তত একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা বিভাগের জন্য গঠিত পরিদর্শন দলের প্রধান করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলামকে।

চট্টগ্রাম বিভাগের পরিদর্শন দলের প্রধান হয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ। এছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মুলিমকে রাজশাহী বিভাগের এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. আলমগীরকে খুলনা বিভাগের পরিদর্শন দলের প্রধান করা হয়েছে।

এছাড়া রিচিং আউট স্কুল চিলড্রেন (রড) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শওকত আকবরকে বরিশাল বিভাগের, বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে দেড় হাজার বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সিরাজুল ইসলামকে সিলেট বিভাগ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রশাসন বিভাগের পরিচালককে রংপুর বিভাগের পরিদর্শন দলের প্রধান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোহাম্মদ আবুল কাশেম জানান, বিদ্যালয় জাতীয়করণের সার্বিক কাজ সমন্বয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক উপ-সচিবের নেতৃত্বে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো একটি সেল গঠন করা হবে।

প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ হলে শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের বাসনা পূরণ হবে জানিয়ে মন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেন, এর মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার আরো মানোন্নয়ন হবে।